একাদশ অধ্যায়

শ্রীরামচন্দ্রের পৃথিবীশাসন

এই অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ সহ অযোধ্যায় বাস করেছিলেন এবং বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজেই নিজের পূজা করেছিলেন, এবং যজ্ঞান্তে তিনি হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মাকে যথাক্রমে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক দান করেছিলেন, এবং অবশিষ্ট তিনি আচার্যকে দান করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভৃত্যদের প্রতি বাৎসল্য দর্শন করে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁর স্তব করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছিলেন তা সবই তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয়ে ভগবান যে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেছিলেন, তা-ই যথেষ্ট দান বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তারপর তাঁর প্রতি প্রজাদের কি রকম ধারণা তা জানার জন্য একজন সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে রাত্রে তাঁর রাজধানীতে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। দৈবক্রমে এক রাত্রে কোন এক ব্যক্তিকে তাঁর পরগৃহগত স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহান্বিত হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করার সময় তিনি সীতাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করতে শ্রবণ করেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই প্রকার জনশ্রুতির ভয়ে আপাতদৃষ্টিতে সীতাদেবীকে ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। এইভাবে তিনি গর্ভবতী অবস্থায় সীতাদেবীকে ত্যাগ করেন। সীতাদেবী বাল্মীকি মুনির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসব করেন। অযোধ্যায় লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামক দুই পুত্র হয়, ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শ্রুতসেন নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের জন্য দিগ্বিজয় করতে বেরিয়ে কোটি কোটি গন্ধর্বকে বিনাশ করে বহু ধন-রত্ন নিয়ে আসেন। শত্রুঘ্ন মধুবনে লবণ নামক অসুরকে বধ করে মথুরাপুরী নির্মাণ করেন। সীতাদেবী বাল্মীকির কাছে তাঁর দুই পুত্রের দায়িত্বভার অর্পণ করে পৃথিবীর কোলে প্রবেশ করেন। সেই কথা শ্রবণ করে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং তেরো হাজার বছর ধরে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রকট লীলা বর্ণনা করার পর, ভগবান যে কেবল তাঁর লীলাবিলাসের জন্যই অবতরণ করেন, সেই কথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা শ্রবণ করার ফল বর্ণনা করেছেন এবং কিভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রজাপালন করেছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন তা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ভগবানাত্মনাত্মানং রাম উত্তমকল্পকৈঃ ।
সর্বদেবময়ং দেবমীজেঽথাচার্যবান্ মখৈঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **আত্মনা**—স্বয়ং; **আত্মানম্**—নিজের; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **উত্তম-কল্পকৈঃ**—শ্রেষ্ঠ উপকরণ সমন্বিত; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সর্বদেবময়; **দেবম্**—ভগবান স্বয়ং; **ঈজে**—আরাধনা করেছিলেন; **অথ**—এইভাবে; **আচার্যবান্**—আচার্যের তত্ত্বাবধানে; **মখৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আচার্যবান হয়ে শ্রেষ্ঠ উপকরণ সমন্বিত যজ্ঞের দ্বারা নিজেই নিজের আরাধনা করেছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের পরম দেবতা।

তাৎপর্য

সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা। ভগবান শ্রীঅচ্যুতের যদি পূজা করা হয়, তা হলে সকলেরই পূজা হয়ে যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/৩১/১৪) বলা হয়েছে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

"বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং উদরে আহার্য দ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন হয়, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ

দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন।" যজ্ঞে ভগবানের পূজা করতে হয়। এখানে ভগবান ভগবানের পূজা করেছেন। তাই বলা হয়েছে, *ভগবান্ আত্মনাত্মানম্ ঈজে*—ভগবান স্বয়ং নিজেই নিজের পূজা করেছিলেন। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, যে সমস্ত মায়াবাদী নিজেদের ভগবান বলে মনে করে, তাদের সিদ্ধান্তকে এখানে সমর্থন করা হয়েছে। জীব সর্বদাই ভগবান থেকে ভিন্ন। (বিভিন্নাংশ) জীব কখনও ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না, যদিও মায়াবাদীরা কখনও কখনও ভগবানের অনুকরণ করে নিজেদের পূজা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন গৃহস্থরূপে প্রত্যহ প্রাতে নিজেরই ধ্যান করতেন, এবং তেমনই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও নিজের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, *অহংগ্রহ-উপাসনার* পন্থা অবলম্বন করে সাধারণ মানুষও ভগবানের অনুকরণ করতে পারে। এই প্রকার অবৈধ পূজা এখানে অনুমোদন করা হয়নি।

শ্লোক ২

হোত্রেঽদদাদ্ দিশং প্রাচীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাং প্রভুঃ ।
অধ্বর্যবে প্রতীচীং বা উত্তরাং সামগায় সঃ ॥ ২ ॥

হোত্রে—আহুতি নিবেদনকারী হোতাকে; **অদদাৎ**—দিয়েছিলেন; **দিশম্**—দিক; **প্রাচীম্**—পূর্ব; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মা পুরোহিতকে, যিনি যজ্ঞের পর্যবেক্ষণ করেন; **দক্ষিণাম্**—দক্ষিণ দিক; **প্রভুঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **অধ্বর্যবে**—অধ্বর্যু পুরোহিতকে; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম দিক; **বা**—ও; **উত্তরাম্**—উত্তর দিক; **সামগায়**—উদ্‌গাতা পুরোহিতকে, যিনি সামবেদ গান করেন; **সঃ**—তিনি (ভগবান শ্রীরামচন্দ্র)।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হোতাকে সমগ্র পূর্বদিক, ব্রহ্মা পুরোহিতকে সমগ্র দক্ষিণদিক, অধ্বর্যু পুরোহিতকে সমগ্র পশ্চিমদিক এবং সামবেদ গানকারী উদ্‌গাতা পুরোহিতকে সমগ্র উত্তরদিক প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সমগ্র রাজ্য তিনি প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩

আচার্যায় দদৌ শেষাং যাবতী ভূস্তদন্তরা ।
মন্যমান ইদং কৃৎস্নং ব্রাহ্মণোঽর্হতি নিঃস্পৃহঃ ॥ ৩ ॥

আচার্যায়—আচার্যকে; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **শেষাম্**—অবশিষ্ট; **যাবতী**—যা কিছু; **ভূঃ**—ভূমি; **তৎ-অন্তরা**—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যে; **মন্যমানঃ**—চিন্তা করে; **ইদম্**—এই সমস্ত; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **অর্হতি**—গ্রহণের যোগ্য; **নিস্পৃহঃ**—স্পৃহাহীন।

অনুবাদ

তারপর, ব্রাহ্মণদের যেহেতু কোন জড় বাসনা নেই, তাই তাঁরাই সারা পৃথিবী গ্রহণ করার যোগ্য, এইভাবে বিচার করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যে যে ভূমি অবশিষ্ট ছিল, তা আচার্যকে দান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

ইত্যয়ং তদলঙ্কারবাসোভ্যামবশেষিতঃ ।
তথা রাজ্ঞ্যপি বৈদেহী সৌমঙ্গল্যাবশেষিতা ॥ ৪ ॥

ইতি—এইভাবে (ব্রাহ্মণদের সব কিছু দান করার পর); **অয়ম্**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **তৎ**—তাঁর; **অলঙ্কার-বাসোভ্যাম্**—নিজের অলঙ্কার এবং বস্ত্র; **অবশেষিতঃ**—অবশিষ্ট; **তথা**—এবং; **রাজ্ঞী**—রাণী (সীতাদেবী); **অপি**—ও; **বৈদেহী**—বিদেহরাজের কন্যা; **সৌমঙ্গল্যা**—কেবল নাকের আভরণ; **অবশেষিতা**—বাকি ছিল।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রাহ্মণদের সব কিছু দান করার পর, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কেবল পরিহিত বস্ত্র এবং অলঙ্কার মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তেমনই রাজমহিষী সীতাদেবীরও কেবল নাসাভরণ মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

শ্লোক ৫

তে তু ব্রাহ্মণদেবস্য বাৎসল্যং বীক্ষ্য সংস্তুতম্ ।
প্রীতাঃ ক্লিন্নধিয়স্তস্মৈ প্রত্যর্প্যেদং বভাষিরে ॥ ৫ ॥

তে—হোতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি পুরোহিতগণ; **তু**—কিন্তু; **ব্রাহ্মণ-দেবস্য**—ব্রাহ্মণেরা যাঁর অত্যন্ত প্রিয় সেই শ্রীরামচন্দ্রের; **বাৎসল্যম্**—বাৎসল্য; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সংস্তুতম্**—স্তব সহকারে পূজা করে; **প্রীতাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **ক্লিন্ন-ধিয়ঃ**—

দ্রবীভূত হৃদয়ে; **তস্মৈ**—তাঁকে (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে); **প্রত্যর্প্য**—প্রত্যর্পণ করে; **ইদম্**—এই (তাদের যে সমস্ত ভূমি দান করা হয়েছিল); **বভাষিরে**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নানাভাবে নিযুক্ত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল এবং স্নেহপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। এইভাবে দ্রবীভূত হৃদয়ে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে দানরূপে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সব ফিরিয়ে দিয়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, প্রজারা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করতেন। ব্রাহ্মণেরা ঠিক ব্রাহ্মণদের মতো আচরণ করতেন, ক্ষত্রিয়েরা ঠিক ক্ষত্রিয়দের মতো এবং এইভাবে সকলেই তাঁদের বর্ণোচিত আচরণ করেছিলেন। তাই শ্রীরামচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণদের সর্বস্ব দান করেছিলেন, তখন গুণগতভাবে যোগ্য ব্রাহ্মণেরা প্রজ্ঞা সহকারে বিচার করেছিলেন যে, ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করে তা থেকে লাভ করা ব্রাহ্মণদের উচিত নয়। ব্রাহ্মণের গুণাবলী *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪২) প্রদান করা হয়েছে—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

"শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই কয়েকটি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজ কর্ম।" ভূসম্পত্তি অধিকার করে প্রজা পালনের জন্য ব্রাহ্মণের চরিত্র উপযুক্ত নয়। এইগুলি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। তাই ব্রাহ্মণেরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের এই উপহার প্রত্যাখ্যান না করলেও গ্রহণ করার পর রাজাকে আবার তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বাৎসল্যে এতই প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, তাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছিল। তাঁরা দর্শন করেছিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র যে পরমেশ্বর ভগবান সেই কথা বিচার না করলেও, তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ক্ষত্রিয় এবং তাঁর চরিত্র ছিল আদর্শ। ক্ষত্রিয়ের একটি গুণ হচ্ছে দানশীলতা। ক্ষত্রিয় বা রাজা তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য প্রজাদের উপর কর ধার্য করেন না, তিনি কর ধার্য করেন যোগ্য পাত্রে দান করার জন্য। *দানম্ ঈশ্বরভাবঃ*। এক দিক দিয়ে ক্ষত্রিয়দের শাসন করার প্রবণতা রয়েছে, আবার সেই সঙ্গে তাঁরা অত্যন্ত উদার এবং দানশীল। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন

দান করতেন, তখন তিনি কর্ণকে সেই দায়িত্ব প্রদান করতেন, কারণ কর্ণ দাতাকর্ণরূপে বিখ্যাত ছিলেন। রাজারা সর্বদাই প্রচুর খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে রাখতেন এবং যখনই খাদ্যাভাব হত, তখনই তাঁরা তা দান করতেন। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে দান করা, এবং ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে দান গ্রহণ করা, কিন্তু সেই দান জীবনধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। তাই, শ্রীরামচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণদের এত ভূমি দান করেছিলেন, তখন তাঁরা লোভী না হয়ে সেই সমস্ত ভূমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

অপ্রত্তং নস্ত্বয়া কিং নু ভগবন্ ভুবনেশ্বর ।
যন্নোঽন্তর্হৃদয়ং বিশ্য তমো হংসি স্বরোচিষা ॥ ৬ ॥

অপ্রত্তম্—দেওয়া হয়নি; **নঃ**—আমাদের; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **কিম্**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ভুবন-ঈশ্বর**—হে জগদীশ্বর; **যৎ**—যেহেতু; **নঃ**—আমাদের; **অন্তঃ-হৃদয়ম্**—হৃদয় অভ্যন্তরে; **বিশ্য**—প্রবেশ করে; **তমঃ**—অজ্ঞান অন্ধকার; **হংসি**—আপনি বিনাশ করেন; **স্ব-রোচিষা**—আপনার নিজের জ্যোতির দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান্! হে জগদীশ্বর! আপনি আমাদের কি না দিয়েছেন? আপনি আমাদের হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আপনার জ্যোতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেছেন। সেটিই চরম উপহার। জড়জাগতিক কোন দান আর আমাদের প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

ভগবান যখন ধ্রুব মহারাজকে বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, "হে ভগবান্! আমি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছি। আমার আর কোন বরের প্রয়োজন নেই।" তেমনই, ভগবান নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেছিলেন যে, বণিকের মতো কোন কিছু লাভের আশায় ভক্ত ভগবানের সঙ্গে ব্যবসা করেন না। যে ব্যক্তি কোন জড়-জাগতিক লাভের আশায় ভগবানের ভক্ত

হয়, সে শুদ্ধ ভক্ত নয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হৃদয় অভ্যন্তরে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হন (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)। ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবেরা যেহেতু সর্বদাই ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হন, তাই তাঁরা কখনও জড়-জাগতিক ধন-সম্পদের লোভে লোভী নন। তাঁদের যা একান্ত প্রয়োজন, তাঁরা তা প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁরা বিশাল রাজ্য লাভ করতে চান না। বামনদেব সেই দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। একজন ব্রহ্মচারীরূপে বামনদেব কেবল ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অধিক থেকে অধিকতর বস্তু সংগ্রহের অভিলাষ হচ্ছে কেবলমাত্র অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবের হৃদয়ে উপস্থিত থাকতে পারে না।

শ্লোক ৭

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে ।
উত্তমশ্লোকধুর্যায় ন্যস্তদণ্ডার্পিতাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ৭ ॥

নমঃ—আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ব্রহ্মণ্য-দেবায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে, যিনি ব্রাহ্মণদের তাঁর আরাধ্য দেবতা বলে মনে করেন; **রামায়**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে; **অকুণ্ঠ-মেধসে**—যাঁর স্মৃতি এবং জ্ঞান কখনও কুণ্ঠার দ্বারা বিচলিত হয় না; **উত্তমশ্লোক-ধুর্যায়**—সমস্ত যশস্বী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **ন্যস্ত-দণ্ড-অর্পিত-অঙ্ঘ্রয়ে**—দণ্ডদানের অযোগ্য ঋষিদের দ্বারা যাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি ব্রাহ্মণদের আপনার আরাধ্য দেবতা বলে স্বীকার করেছেন। আপনার জ্ঞান এবং স্মৃতি কখনও কুণ্ঠার দ্বারা বিচলিত হয় না। আপনি এই জগতের সমস্ত যশস্বী ব্যক্তিদের মধ্যে মুখ্য, এবং আপনার শ্রীপাদপদ্ম দণ্ডদানের অযোগ্য মুনি-ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়। হে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৮

কদাচিল্লোকজিজ্ঞাসুর্গূঢ়ো রাত্র্যামলক্ষিতঃ ।
চরন্ বাচোঽশৃণোদ্ রামো ভার্যামুদ্দিশ্য কস্যচিৎ ॥ ৮ ॥

কদাচিৎ—কোন এক সময়; **লোক-জিজ্ঞাসুঃ**—জনসাধারণের মনোবৃত্তি জানার বাসনায়; **গূঢ়ঃ**—ছদ্মবেশে আত্মপরিচয় গোপন করে; **রাত্র্যাম্**—রাত্রে; **অলক্ষিতঃ**—অন্যের অলক্ষিতভাবে; **চরন্**—বিচরণ করে; **বাচঃ**—বলে; **অশৃণোৎ**—শুনেছিলেন; **রামঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **ভার্যাম্**—তাঁর পত্নীকে; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশ্য করে; **কস্যচিৎ**—কোন ব্যক্তির।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—কোন একসময় শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁর সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব জানার জন্য ছদ্মবেশে অন্যের অলক্ষিতভাবে রাত্রে নগরীর মধ্যে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি কোন ব্যক্তিকে তাঁর পত্নী সীতাদেবীর সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য করতে শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

নাহং বিভর্মি ত্বাং দুষ্টামসতীং পরবেশ্মগাম্ ।
স্ত্রৈণোহি বিভৃয়াৎ সীতাং রামো নাহং ভজে পুনঃ ॥ ৯ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **বিভর্মি**—ভরণপোষণ করতে পারি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **দুষ্টাম্**—কলুষিতা; **অসতীম্**—অসতী; **পর-বেশ্ম-গাম্**—ব্যভিচারিণী; **স্ত্রৈণঃ**—স্ত্রীর বশীভূত ব্যক্তি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিভৃয়াৎ**—গ্রহণ করতে পারে; **সীতাম্**—সীতাদেবীকে; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্রের মতো; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **ভজে**—গ্রহণ করব; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

(সেই ব্যক্তি তার অসতী স্ত্রীকে বলেছিল) তুমি পরপুরুষের গৃহে গমন কর এবং তাই তুমি অসতী ও ভ্রষ্টা। আমি আর তোমার ভরণপোষণ করব না। শ্রীরামচন্দ্রের মতো স্ত্রৈণ পরগৃহগতা সীতাকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি তাঁর মতো স্ত্রৈণ নই, তাই আমি আর তোমাকে গ্রহণ করব না।

শ্লোক ১০

ইতি লোকাদ্ বহুমুখাদ্ দুরারাধ্যাদসংবিদঃ ।
পত্যা ভীতেন সা ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **লোকাৎ**—ব্যক্তিদের থেকে; **বহু-মুখাৎ**—যারা বিভিন্নভাবে দুষ্ট ভাষণ করে; **দুরারাধ্যাৎ**—যাদের স্তব্ধ করা অত্যন্ত কঠিন; **অসংবিদঃ**—অজ্ঞ; **পত্যা**—পতির দ্বারা; **ভীতেন**—ভীত হয়ে; **সা**—সীতাদেবী; **ত্যক্তা**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **প্রাপ্তা**—গিয়েছিলেন; **প্রাচেতস-আশ্রমম্**—প্রাচেতস (বাল্মীকি মুনির) আশ্রমে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—অজ্ঞ এবং দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন মানুষেরা কটুভাষী। সেই সমস্ত দুষ্টদের ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর গর্ভবতী পত্নী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সীতাদেবী তখন বাল্মীকি মুনির আশ্রমে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

অন্তর্বত্ন্যাগতে কালে যমৌ সা সুষুবে সুতৌ ।
কুশো লব ইতি খ্যাতৌ তয়োশ্চক্রে ক্রিয়া মুনিঃ ॥ ১১ ॥

অন্তর্বত্নী—গর্ভবতী পত্নী; **আগতে**—উপস্থিত হলে; **কালে**—যথাসময়ে; **যমৌ**—যমজ; **সা**—সীতাদেবী; **সুষুবে**—প্রসব করেছিলেন; **সুতৌ**—দুটি পুত্র; **কুশঃ**—কুশ; **লবঃ**—লব; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতৌ**—বিখ্যাত; **তয়োঃ**—তাঁদের; **চক্রে**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ক্রিয়াঃ**—জাতকর্ম; **মুনিঃ**—মহর্ষি বাল্মীকি।

অনুবাদ

যথাসময়ে গর্ভবতী সীতাদেবী দুটি যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাঁরা লব এবং কুশ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাল্মীকি মুনি তাঁদের জাতকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১২

অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ লক্ষ্মণস্যাত্মজৌ স্মৃতৌ ।
তক্ষঃ পুষ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতে ॥ ১২ ॥

অঙ্গদঃ—অঙ্গদ; **চিত্রকেতুঃ**—চিত্রকেতু; **চ**—ও; **লক্ষ্মণস্য**—লক্ষ্মণের; **আত্মজৌ**—দুটি পুত্র; **স্মৃতৌ**—কথিত; **তক্ষঃ**—তক্ষ; **পুষ্কলঃ**—পুষ্কল; **ইতি**—এই প্রকার; **আস্তাম্**—ছিলেন; **ভরতস্য**—ভরতের; **মহীপতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! লক্ষণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামক দুই পুত্র, এবং ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল নামক দুই পুত্র ছিল।

শ্লোক ১৩-১৪

সুবাহুঃ শ্রুতসেনশ্চ শত্রুঘ্নস্য বভূবতুঃ ।
গন্ধর্বান্ কোটিশো জঘ্নে ভরতো বিজয়ে দিশাম্ ॥ ১৩ ॥
তদীয়ং ধনমানীয় সর্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ ।
শত্রুঘ্নশ্চ মধোঃ পুত্রং লবণং নাম রাক্ষসম্ ।
হত্বা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্ ॥ ১৪ ॥

সুবাহুঃ—সুবাহু; **শ্রুতসেনঃ**—শ্রুতসেন; **চ**—ও; **শত্রুঘ্নস্য**—শত্রুঘ্নের; **বভূবতুঃ**—জন্ম হয়েছিল; **গন্ধর্বান্**—সাধারণত কপট আচরণকারী গন্ধর্বদের; **কোটিশঃ**—কোটি কোটি; **জঘ্নে**—সংহার করেছিলেন; **ভরতঃ**—ভরত; **বিজয়ে**—জয় করে; **দিশাম্**—সর্বদিক; **তদীয়ম্**—গন্ধর্বদের; **ধনম্**—ধন-সম্পদ; **আনীয়**—আনয়ন করে; **সর্বম্**—সব কিছু; **রাজ্ঞে**—রাজাকে (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে); **ন্যবেদয়ৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **শত্রুঘ্নঃ**—শত্রুঘ্ন; **চ**—এবং; **মধোঃ**—মধুর; **পুত্রম্**—পুত্র; **লবণম্**—লবণ; **নাম**—নামক; **রাক্ষসম্**—রাক্ষস; **হত্বা**—হত্যা করে; **মধুবনে**—মধুবনে; **চক্রে**—নির্মাণ করেছিলেন; **মথুরাম্**—মথুরা; **নাম**—নামক; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুরীম্**—এক মহানগরী।

অনুবাদ

শত্রুঘ্নের সুবাহু এবং শ্রুতসেন নামক দুটি পুত্র ছিল। ভরত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে কোটি কোটি গন্ধর্বদের বিনাশ করেছিলেন, এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন। শত্রুঘ্নও মধুর পুত্র লবণ নামক রাক্ষসকে বিনাশ করে মধুবনে মথুরাপুরী নির্মাণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভর্ত্রা বিবাসিতা ।
ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ বিবরং প্রবিবেশ হ ॥ ১৫ ॥

মুনৌ—মহর্ষি বাল্মীকিকে; **নিক্ষিপ্য**—দায়িত্বভার প্রদান করে; **তনয়ৌ**—তাঁর দুই পুত্র লব এবং কুশকে; **সীতা**—সীতাদেবী; **ভর্ত্রা**—পতি কর্তৃক; **বিবাসিতা**—নির্বাসিতা; **ধ্যায়ন্তী**—ধ্যান করতে করতে; **রাম-চরণৌ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম; **বিবরম্**—পাতালে; **প্রবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

পতি কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে সীতাদেবী তাঁর দুই পুত্রকে বাল্মীকি মুনির হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। তারপর তাঁর পতি শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করতে করতে তিনি পাতালে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সীতাদেবীর পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়েছিল। তাই তিনি তাঁর দুই পুত্রকে বাল্মীকি মুনির হস্তে সমর্পণ করে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রামো রুন্ধন্নপি ধিয়া শুচঃ ।
স্মরংস্তস্যা গুণাংস্তাংস্তান্ নাশক্নোদ্ রোদ্ধুমীশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥

তৎ—এই (সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের সংবাদ); **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **রুন্ধন্**—নিবারণ করার চেষ্টা করে; **অপি**—যদিও; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **শুচঃ**—শোক; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **তস্যাঃ**—তাঁর; **গুণান্**—গুণাবলী; **তান্ তান্**—বিভিন্ন পরিস্থিতিতে; **ন**—না; **অশক্নোৎ**—সক্ষম হয়েছিলেন; **রোদ্ধুম্**—সংবরণ করতে; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের সংবাদ শ্রবণ করে ভগবান অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তবুও সীতার গুণসমূহ স্মরণ করে, অপ্রাকৃত প্রেমে তিনি তাঁর শোক সম্বরণ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের সংবাদ শ্রবণ করে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শোক জড়-জাগতিক শোক বলে মনে করা উচিত নয়। চিৎ-জগতেও বিরহের অনুভূতি রয়েছে,

কিন্তু সেই অনুভূতি চিদানন্দময়। চিন্ময় স্তরেও বিপ্রলম্ভ রয়েছে, কিন্তু সেই চিন্ময় বিরহের অনুভূতি হচ্ছে *তস্য প্রেমবশ্যত্বস্বভাব*-এর লক্ষণ অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে প্রেমের দ্বারা বশীভূত হওয়া। এই জড় জগতের বিরহ তারই বিকৃত প্রতিফলন।

শ্লোক ১৭

স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গ এতাদৃক্ সর্বত্র ত্রাসমাবহঃ।
অপীশ্বরাণাং কিমুত গ্রাম্যস্য গৃহচেতসঃ ॥ ১৭ ॥

স্ত্রী-পুম্-প্রসঙ্গঃ—পতি-পত্নী অথবা স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ; **এতাদৃক্**—এই প্রকার; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **ত্রাসম্-আবহঃ**—ভয়ের কারণ; **অপি**—যদিও; **ঈশ্বরাণাম্**—ঈশ্বরদের; **কিম্ উত**—কি বলার আছে; **গ্রাম্যস্য**—এই জড় জগতের সাধারণ মানুষদের; **গৃহ-চেতসঃ**—যারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

অনুবাদ

স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সর্বত্রই ভয়প্রদ। এই প্রকার অনুভূতি ব্রহ্মা, শিব আদি ঈশ্বরদের মধ্যেও বর্তমান এবং তাঁদের পক্ষেও ভীতিপ্রদ, অতএব এই জড় জগতের গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত অন্য ব্যক্তিদের আর কি কথা।

তাৎপর্য

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, চিৎ-জগতের প্রেম এবং আনন্দের অনুভূতি যখন এই জড় জগতে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়, তখন তা বন্ধনের কারণ হয়। এই জড় জগতে পুরুষ এবং স্ত্রী যতক্ষণ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, ততক্ষণ সংসার-বন্ধন বর্তমান থাকে। পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর সংসার-ভয়রহিত চিৎ-জগতে কিন্তু এই প্রকার বিরহের অনুভূতি চিন্ময় আনন্দ প্রদান করে। চিন্ময় স্তরে বিভিন্ন অনুভূতি রয়েছে এবং সেই সব অনুভূতিই আনন্দময়।

শ্লোক ১৮

তত ঊর্ধ্বং ব্রহ্মচর্যং ধারয়ন্নজুহোৎ প্রভুঃ।
ত্রয়োদশাব্দসাহস্রমগ্নিহোত্রমখণ্ডিতম্ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—তারপর; **ঊর্ধ্বম্**—সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের পর; **ব্রহ্মচর্যম্**—ব্রহ্মচর্য; **ধারয়ন্**—অবলম্বন করে; **অজুহোৎ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **ত্রয়োদশ-অব্দ-সাহস্রম্**—তেরো হাজার বছর ধরে; **অগ্নিহোত্রম্**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ; **অখণ্ডিতম্**—নিরবচ্ছিন্নভাবে।

অনুবাদ

সীতার পাতাল প্রবেশের পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে নিরবচ্ছিন্নভাবে তেরো হাজার বছর ধরে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

স্মরতাং হৃদি বিন্যস্য বিদ্ধং দণ্ডককণ্টকৈঃ ।
স্বপাদপল্লবং রাম আত্মজ্যোতিরগাৎ ততঃ ॥ ১৯ ॥

স্মরতাম্—যাঁরা তাঁকে সর্বদা স্মরণ করে তাঁদের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিন্যস্য**—স্থাপন করে; **বিদ্ধম্**—বিদ্ধ; **দণ্ডক-কণ্টকৈঃ**—দণ্ডকারণ্যের কণ্টকের দ্বারা (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের সময়); **স্ব-পাদ-পল্লবম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের; **রামঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **আত্ম-জ্যোতিঃ**—তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতি; **অগাৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **ততঃ**—ব্রহ্মজ্যোতির অতীত অথবা বৈকুণ্ঠলোকে তাঁর স্বীয় ধামে।

অনুবাদ

সেই যজ্ঞ সমাপন করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম দণ্ডকারণ্যে বনবাসের সময় কখনও কখনও কন্টকের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিল, সেই শ্রীপাদপদ্ম নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করেন যে সমস্ত ভক্তগণ তাঁদের হৃদয়ে স্থাপন করে তিনি ব্রহ্মজ্যোতির অতীত তাঁর স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই তাঁর ভক্তদের ধ্যানের বিষয়। শ্রীরামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতেন, তখন তাঁর চরণকমল কখনও কখনও কন্টকের দ্বারা বিদ্ধ হত। সেই কথা মনে করে ভক্তরা মূর্ছিত হতেন। ভগবান এই জড় জগতের কোন ক্রিয়া অথবা প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে বেদনা অথবা হর্ষ অনুভব করেন না, কিন্তু ভক্তরা ভগবানের চরণ কন্টকের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার চিন্তা পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। গোপীরা যখন ভাবতেন, শ্রীকৃষ্ণ বনে বিচরণ করছে আর কাঁকর-বালুকণায় তাঁর চরণকমল বিদ্ধ হচ্ছে, তখন তাঁদেরও এই মনোভাব হত। ভক্তের হৃদয়ের

এই বেদনা কর্মীরা, জ্ঞানীরা কিংবা যোগীরা বুঝতে পারেন না। ভক্তরা যাঁরা ভগবানের চরণকমল কণ্টকে বিদ্ধ হওয়ার চিন্তা পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না, তাঁদের পুনরায় ভগবানের তিরোধানের বেদনা সহ্য করতে হয়েছিল, কারণ ভগবানকে এই জগতে তাঁর লীলা সমাপ্ত করে তাঁর ধামে ফিরে যেতে হয়েছিল।

এই শ্লোকে *আত্মজ্যোতিঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। মোক্ষকামী জ্ঞানী বা অদ্বৈতবাদীদের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। তাঁর চিন্ময় স্বরূপের উজ্জ্বল জ্যোতি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা পরম পূর্ণ এবং অনন্ত, এবং যা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিবিধ ঐশ্বর্য সহ অসংখ্য গ্রহলোক প্রকাশ করে।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪০) ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে চিৎ-জগতের আদি, এবং ব্রহ্মজ্যোতির ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠলোক অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্যোতি বৈকুণ্ঠলোকের বাইরে থাকে, ঠিক যেভাবে সূর্যকিরণ সূর্যমণ্ডলের বাইরে থাকে। সূর্যলোকে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই সূর্যকিরণের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তেমনই, ভগবান এবং তাঁর ভক্তরা যখন বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন, তখন তাঁরা ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে দিয়ে গমন করেন। ভগবান সম্বন্ধে নির্বিশেষ ধারণাবশত জ্ঞানী বা অদ্বৈতবাদীরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারে না, এবং তারা চিরকাল ব্রহ্মজ্যোতিতেও থাকতে পারে না। তাই কিছুকাল পরে তাদের আবার জড় জগতে পতিত হতে হয়। *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)। বৈকুণ্ঠলোক ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তাই শুদ্ধ ভক্ত না হলে যথাযথভাবে বৈকুণ্ঠলোককে জানা যায় না।

শ্লোক ২০

নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্ত-
লীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ ।
রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ
কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **ইদম্**—এই সমস্ত; **যশঃ**—যশ; **রঘুপতেঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের; **সুর-যাচ্ঞয়া**—দেবতাদের প্রার্থনার দ্বারা; **আত্ত-লীলাতনোঃ**—যাঁর চিন্ময় দেহ নিত্য লীলাবিলাস পরায়ণ; **অধিক-সাম্য-বিমুক্ত-ধাম্নঃ**—কেউই তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে মহৎ নন; **রক্ষঃ-বধঃ**—রাক্ষস (রাবণ) বধ করে; **জলধি-বন্ধনম্**—সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে; **অস্ত্র-পূগৈঃ**—ধনুক এবং বাণের দ্বারা; **কিম্**—কি; **তস্য**—তাঁর; **শত্রু-হননে**—শত্রুনিধনে; **কপয়ঃ**—বানরদের; **সহায়াঃ**—সহায়তার।

অনুবাদ

দেবতাদের প্রার্থনায় বাণ বর্ষণের দ্বারা রাবণ বধ এবং সমুদ্রে সেতুবন্ধন নিত্য লীলাবিগ্রহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত যশ নয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অসমোর্ধ্ব প্রভাব সম্পন্ন, এবং তাই রাবণ বধের জন্য তাঁর বানরদের সহায়তার কোন প্রয়োজন হয় না।

তাৎপর্য

বেদে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

"ভগবানের করণীয় কিছুই নেই, এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নন অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন, কারণ সব কিছুই তাঁর বিবিধ শক্তির দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই সম্পাদিত হয়।" ভগবানের করণীয় কিছুই নেই (*ন তস্য কার্যং কারণং চ বিদ্যতে*)। তিনি যা কিছু করেন, তা-ই তাঁর লীলাবিলাস। তাঁর কোন কর্তব্য নেই এবং বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করছেন অথবা তাঁর শত্রুদের সংহার করছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই ভগবানের শত্রু হতে পারে না। কারণ ভগবানের থেকে অধিক শক্তিমান কে হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে কারুরই তাঁর শত্রু হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু ভগবান যখন লীলাবিলাসের আনন্দ উপভোগ করতে চান, তখন তিনি এই জড় জগতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর ভক্তদের আনন্দ-বিধানের জন্য তাঁর অপূর্ব মহিমামণ্ডিত কার্যকলাপ প্রদর্শন করে একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন। ভগবানের ভক্তরা ভগবানকে তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপে বিজয়ীরূপে সর্বদাই দর্শন করতে চান, এবং তাই নিজের

ও তাঁদের আনন্দ-বিধানের জন্য ভগবান একজন মানুষের মতো আচরণ করতে সম্মত হন এবং তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য আশ্চর্যজনক অসাধারণ লীলাবিলাস করেন।

শ্লোক ২১

যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোঽধুনাপি
গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্ ।
তং নাকপালবসুপালকিরীটজুষ্ট-
পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥

যস্য—যাঁর (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের); **অমলম্**—নির্মল, সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত; **নৃপ-সদঃসু**—মহারাজ যুধিষ্ঠির আদি মহান সম্রাটদের সভায়; **যশঃ**—যশ; **অধুনা অপি**—আজও; **গায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **অঘঘ্নম্**—যা সমস্ত পাপ বিনাশ করে; **ঋষয়ঃ**—মার্কণ্ডেয় আদি মহর্ষিগণ; **দিক্-ইভ-ইন্দ্র-পট্টম্**—দিগ্‌গজদের আবরণ-স্বরূপ অলঙ্কৃত বস্ত্র; **তম্**—তা; **নাক-পাল**—স্বর্গের দেবতাদের; **বসু-পাল**—পৃথিবীর রাজাদের; **কিরীট**—মুকুটের দ্বারা; **জুষ্ট**—পূজিত; **পাদ-অম্বুজম্**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **রঘু-পতিম্**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে; **শরণম্**—শরণাগত; **প্রপদ্যে**—আমি নিবেদন করি।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল পাপহারী যশ দিগ্‌গজদের আবরণকারী অলঙ্কারযুক্ত বস্ত্রের মতো সর্বদিকে বিখ্যাত। মার্কণ্ডেয় ঋষির মতো মহাত্মাগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো মহান সম্রাটদের সভায় শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করেন। তেমনই, সমস্ত রাজর্ষিগণ এবং শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ তাঁদের মুকুট সহ মস্তক অবনত করে তাঁর পূজা করেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২২

স যৈঃ স্পৃষ্টোঽভিদৃষ্টো বা সংবিষ্টোঽনুগতোঽপি বা ।
কোসলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **যৈঃ**—যাঁদের দ্বারা; **স্পৃষ্টঃ**—স্পৃষ্ট; **অভিদৃষ্টঃ**—দৃষ্ট; **বা**—অথবা; **সংবিষ্টঃ**—একত্রে ভোজন এবং শয়ন করে; **অনুগতঃ**—ভৃত্যের মতো অনুগামী; **অপি বা**—ও; **কোসলাঃ**—কোসলবাসী; **তে**—তাঁরা; **যযুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **স্থানম্**—স্থানে; **যত্র**—যেখানে; **গচ্ছন্তি**—যায়; **যোগিনঃ**—ভক্তিযোগীগণ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে ভক্তিযোগীরা উন্নীত হন। সমগ্র অযোধ্যাবাসীরা শ্রীরামচন্দ্রের প্রকট লীলায় তাঁকে প্রণতি নিবেদন, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শন, তাঁকে পিতৃতুল্য রাজারূপে দর্শন, সঙ্গী বা সখাভাবে তাঁর সঙ্গে একত্রে উপবেশন, শয়ন অথবা ভৃত্যরূপে তাঁর অনুগমন আদির দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং তাঁরা সকলে সেই স্থানে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

> *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।*
> *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥*

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্যজন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।" সেই কথা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। অযোধ্যাবাসীরা, যাঁরা প্রজারূপে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করেছিলেন, দাসরূপে তাঁর সেবা করেছিলেন, সখারূপে তাঁর সঙ্গে উপবেশন এবং কথোপকথন করেছিলেন অথবা তাঁর রাজত্বকালে যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। ভক্ত যখন ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁর দেহত্যাগের পর যে ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর লীলাবিলাস করছেন, তিনি সেখানে প্রবেশ করেন। তারপর, ভগবানের প্রকট লীলায় বিভিন্নভাবে ভগবানের সেবা করার শিক্ষা লাভ করে, অবশেষে তিনি চিৎ-জগতে ভগবানের সনাতন ধামে উন্নীত হন। এই সনাতন ধামের উল্লেখ *ভগবদ্গীতাতেও* করা হয়েছে (*পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ*)। যিনি ভগবানের চিন্ময় লীলায় প্রবেশ করেন, তাঁকে বলা হয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কেন ফিরে গিয়েছিলেন, সেই কথা স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে

যে, ভগবান সেই বিশেষ স্থানে গিয়েছিলেন যেখানে ভক্তিযোগীরা গমন করেন। নির্বিশেষবাদীরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণীর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে মনে করে যে, ভগবান তাঁর স্বীয় রশ্মিচ্ছটায় প্রবেশ করেন এবং তার ফলে তিনি নির্বিশেষ হয়ে যান। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি এবং তাঁর ভক্তরাও ব্যক্তি। বস্তুতপক্ষে, জীবেরা ভগবানের মতো তাঁদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে পূর্বে ছিলেন, বর্তমানে রয়েছেন এবং দেহত্যাগের পরেও থাকবেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৩

পুরুষো রামচরিতং শ্রবণৈরুপধারয়ন্ ।
আনৃশংস্যপরো রাজন্ কর্মবন্ধৈর্বিমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

পুরুষঃ—যে কোন ব্যক্তি; **রাম-চরিতম্**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপের বর্ণনা; **শ্রবণৈঃ**—শ্রবণের দ্বারা; **উপধারয়ন্**—কেবল এই শ্রবণের পন্থার দ্বারা; **আনৃশংস্য-পরঃ**—মাৎসর্য থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **কর্ম-বন্ধৈঃ**—সকাম কর্মের বন্ধনের দ্বারা; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যে ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত শ্রবণ করবেন, তিনি মাৎসর্য রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই মাৎসর্য-পরায়ণ। ধর্ম-জীবনেও দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যদি কোন ভক্তের বিশেষ উন্নতি হয়, তা হলে অন্য ভক্তরা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। এই প্রকার মাৎসর্য-পরায়ণ ভক্তরা সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত নন। সংসার-বন্ধনের এই কারণটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সনাতন ধামে বা ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ করা যায় না। দেহাত্মবুদ্ধির ফলেই এই মাৎসর্য। কিন্তু দেহের সঙ্গে নির্মৎসর ভক্তের কোন সম্পর্ক নেই, এবং তাই তিনি সর্বতোভাবেই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। ভক্ত কখনই কারও প্রতি মৎসর নন, এমন কি তাঁর শত্রুর প্রতিও। ভক্ত যেহেতু জানেন যে ভগবান পরম রক্ষক,

তাই তিনি মনে করেন, "আমার শত্রু আমার কি ক্ষতি করতে পারে?" তাই ভক্ত নিজের সুরক্ষার ব্যাপারে পূর্ণরূপে আশ্বস্ত থাকেন। ভগবান বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"যে যেভাবে আমার শরণাগত হয়, সেইভাবে আমি তার প্রতি আচরণ করি।" তাই ভক্তের অবশ্য কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে নির্মৎসর হওয়া, বিশেষ করে অন্য ভক্তদের প্রতি। অন্য ভক্তদের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হওয়া একটি মহা অপরাধ—বৈষ্ণব অপরাধ। যে ভক্ত নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তনে যুক্ত তিনি অবশ্যই মাৎসর্য রোগ থেকে মুক্ত, এবং তাই তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন।

শ্লোক ২৪

শ্রীরাজোবাচ

কথং স ভগবান্ রামো ভ্রাতৄন্ বা স্বয়মাত্মনঃ।
তস্মিন্ বা তেঽন্ববর্তন্ত প্রজাঃ পৌরাশ্চ ঈশ্বরে ॥ ২৪ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কথম্**—কিভাবে; **সঃ**—তিনি, ভগবান; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **ভ্রাতৄন্**—তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নকে; **বা**—অথবা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের বিস্তার; **তস্মিন্**—ভগবানকে; **বা**—অথবা; **তে**—তাঁরা (সমস্ত অধিবাসী এবং ভ্রাতাগণ); **অন্ববর্তন্ত**—আচরণ করেছিলেন; **প্রজাঃ**—সমস্ত অধিবাসীগণ; **পৌরাঃ**—নাগরিকগণ; **চ**—এবং; **ঈশ্বরে**—ভগবানকে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে আচরণ করতেন, এবং তাঁরই অংশ তাঁর ভ্রাতাদের প্রতি তিনি কিভাবে ব্যবহার করতেন? তাঁর ভায়েরা এবং অযোধ্যাবাসীরাই বা তাঁর প্রতি কিভাবে আচরণ করতেন?

শ্লোক ২৫

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথাদিশদ্ দিগ্বিজয়ে ভ্রাতৄংস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
আত্মানং দর্শয়ন্ স্বানাং পুরীমৈক্ষত সানুগঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর (ভরতের অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র যখন সিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন); **আদিশৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **দিক্-বিজয়ে**—সারা পৃথিবী জয় করার জন্য; **ভ্রাতৃন্**—তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের; **ত্রি-ভুবন-ঈশ্বরঃ**—ত্রিভুবনের অধিপতি; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **দর্শয়ন্**—দর্শন দান করে; **স্বানাম্**—তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং প্রজাদের; **পুরীম্**—নগরী; **ঐক্ষত**—পর্যবেক্ষণ করেছিলেন; **স-অনুগঃ**—অনুচরগণ সহ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন—ভরতের ঐকান্তিক অনুরোধে সিংহাসন গ্রহণ করার পর, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের আদেশ দিয়েছিলেন সারা পৃথিবী জয় করতে এবং তিনি স্বয়ং পুরবাসী ও প্রজাদের দর্শনদান করার জন্য এবং সহকারীদের সঙ্গে রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য সেখানে ছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর ভক্ত এবং সহকারীদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হতে দেন না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা গৃহে ভগবানের সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁদের আদেশ দিয়েছিলেন পৃথিবী জয় করতে বাইরে যাওয়ার জন্য। পূর্বে প্রথা ছিল (এবং সেই প্রথা আজও কোন কোন স্থানে বর্তমান রয়েছে) যে, অন্য সমস্ত রাজাদের অবশ্যই সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করতে হয়। যদি কোন ছোট রাজ্যের রাজা সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার না করত, তা হলে যুদ্ধ হত এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাজাকে সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করতে হত; তা না হলে, সম্রাটের পক্ষে সেই দেশ শাসন করা সম্ভব হত না।

ভগবান তাঁর ভ্রাতাদের যুদ্ধ জয়ের জন্য বাইরে যাওয়ার আদেশ দিয়ে তাঁদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। বৃন্দাবনে বসবাসকারী বহু ভক্ত কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্য বৃন্দাবন থেকে বাহির না হওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভগবান বলেছেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে যেন কৃষ্ণভক্তির প্রচার হয়। সেটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

তাই শুদ্ধ ভক্তের অবশ্য কর্তব্য ভগবানের আদেশ পালন করা এবং এক স্থানে বসে থেকে তার ইন্দ্রিয়তর্পণ করা উচিত নয়, এবং বৃন্দাবন ত্যাগ না করার দরুন

নির্জন স্থানে ভজন করে তিনি একজন মহান ভক্ত হয়ে গেছেন, এই প্রকার চিন্তা করে অবশ্যই মিথ্যাভাবে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। ভগবানের আদেশ পালন করা ভক্তের অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ*। তাই প্রতিটি ভক্তের কর্তব্য যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তাকেই ভগবানের আদেশ পালন করার উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা। ভগবান বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" এটিই পরম সম্রাট ভগবানের নির্দেশ। এই আদেশ পালনে সকলেরই অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত, কারণ সেটিই হচ্ছে প্রকৃত দিগ্বিজয়। এই জীবন-দর্শনের দ্বারা সকলকে অনুপ্রাণিত করাই সৈনিক বা ভক্তের কর্তব্য।

যারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তারা অবশ্য প্রচার করে না। কিন্তু ভগবান তাঁদের প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করেন, যা তিনি করেছিলেন স্বয়ং অযোধ্যায় অবস্থান করে জনসাধারণকে দর্শনদান করার মাধ্যমে। ভ্রান্তিবশত এমন মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান প্রজাদের বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের অযোধ্যা ত্যাগ করতে বলেছিলেন। ভগবান সকলেরই প্রতি কৃপাপরায়ণ এবং তিনি জানেন কিভাবে প্রতিটি ভক্তকে তাঁর ক্ষমতা অনুসারে কৃপা করতে হয়। যে ব্যক্তি ভগবানের আদেশ পালন করেন, তিনিই হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত।

শ্লোক ২৬

আসিক্তমার্গাং গন্ধোদৈঃ করিণাং মদশীকরৈঃ ।
স্বামিনং প্রাপ্তমালোক্য মত্তাং বা সুতরামিব ॥ ২৬ ॥

আসিক্ত-মার্গাম্—পথ সিঞ্চিত হয়েছিল; **গন্ধ-উদৈঃ**—সুগন্ধি জলের দ্বারা; **করিণাম্**—হস্তীদের; **মদ-শীকরৈঃ**—সুগন্ধ মদ্যবিন্দুর দ্বারা; **স্বামিনম্**—প্রভু বা মালিককে; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত; **আলোক্য**—স্বয়ং দর্শন করে; **মত্তাম্**—অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী; **বা**—অথবা; **সুতরাম্**—অত্যধিক; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে রাজধানী অযোধ্যার পথগুলি হাতিদের শুঁড়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সুগন্ধি জল এবং সুরভিত মদের দ্বারা সিঞ্চিত হত। নাগরিকেরা যখন দেখত যে, রাজা স্বয়ং এই প্রকার ঐশ্বর্য সহকারে রাজধানীর তত্ত্বাবধান করছেন, তখন তারা সেই ঐশ্বর্যের মর্ম উপলব্ধি করেছিল।

তাৎপর্য

আমরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে রামরাজ্যের ঐশ্বর্যের কথা কেবল শুনেছি। এখানে ভগবানের রাজ্যের ঐশ্বর্যের একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অযোধ্যার পথগুলি কেবল পরিষ্কারই করা হত তাই নয়, তাতে হাতিরা তাদের শুঁড়ের দ্বারা সুগন্ধি জল এবং সুরভিত মদও সিঞ্চন করত। জল সিঞ্চনের যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, কারণ হাতিদের শুঁড়ের দ্বারা জল শোষণ করে পুনরায় তা বর্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে। এই একটি উদাহরণ থেকে আমরা সেই নগরীর ঐশ্বর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি—সেখানে সুগন্ধি জল সিঞ্চন করা হত। অধিকন্তু, সেখানকার নাগরিকদের স্বয়ং ভগবানের রাজকার্য পরিচালনা দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বিলাস-পরায়ণ অলস সম্রাট ছিলেন না। রাজধানীর বাইরে রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করতে এবং রাজার আদেশ অমান্যকারীদের দণ্ডদান করতে তিনি যে তাঁর ভ্রাতাদের প্রেরণ করেছিলেন, তা থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। একে বলা হয় দিগ্বিজয়। নাগরিকদের সুখে-শান্তিতে বাস করার সমস্ত সুযোগ ছিল, এবং তাঁরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে উপযুক্ত গুণাবলী সমন্বিত ছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা *বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ* পদটি দেখেছি—অর্থাৎ সমস্ত নাগরিকেরা বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে শিক্ষালাভ করতেন। এক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন ব্রাহ্মণ, এক শ্রেণীর মানুষ ক্ষত্রিয়, এক শ্রেণীর মানুষ বৈশ্য এবং অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষ ছিল শূদ্র। এই প্রকার বিজ্ঞানসম্মত বিভাগ ব্যতীত সৎ নাগরিকত্বের কোন প্রশ্ন ওঠে না। রাজা অত্যন্ত উদার এবং কর্তব্যপরায়ণ হয়ে বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং পুত্রবৎ প্রজা পালন করেছিলেন। প্রজারাও বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে শিক্ষালাভ করে অনুগত ছিলেন এবং তাঁদের বৃত্তি অনুসারে সুসংবদ্ধ হয়েছিলেন। সমগ্র রাজত্ব এত ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং শান্তিপূর্ণ ছিল যে, রাষ্ট্রসরকার সুগন্ধি জলের দ্বারা পথ পর্যন্ত সিঞ্চন করতে পারত, অতএব অন্যান্য ব্যবস্থাপনার আর কি কথা। যেহেতু নগরী সুগন্ধি জলের দ্বারা সিঞ্চিত হত, তাই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, অন্যান্য বিষয়ে তা কত ঐশ্বর্য সমন্বিত ছিল। সুতরাং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে নাগরিকেরা সুখী হবে না কেন?

শ্লোক ২৭

প্রাসাদগোপুরসভাচৈত্যদেবগৃহাদিষু ।
বিন্যস্তহেমকলশৈঃ পতাকাভিশ্চ মণ্ডিতাম্ ॥ ২৭ ॥

প্রাসাদ—প্রাসাদে; **গোপুর**—পুরদ্বার; **সভা**—সভাগৃহ; **চৈত্য**—বেদি; **দেব-গৃহ**—মন্দির; **আদিষু**—ইত্যাদি; **বিন্যস্ত**—স্থাপিত; **হেম-কলশৈঃ**—সুবর্ণ কলসের দ্বারা; **পতাকাভিঃ**—পতাকার দ্বারা; **চ**—ও; **মণ্ডিতাম্**—অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

প্রাসাদ, পুরদ্বার, সভাগৃহ, মিলনমঞ্চ, মন্দির প্রভৃতি স্থান সুবর্ণ কলসের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার পতাকার দ্বারা সজ্জিত ছিল।

শ্লোক ২৮

পূগৈঃ সবৃন্তৈ রম্ভাভিঃ পট্টিকাভিঃ সুবাসসাম্ ।
আদর্শৈরংশুকৈঃ স্রগ্ভিঃ কৃতকৌতুকতোরণাম্ ॥ ২৮ ॥

পূগৈঃ—সুপারি বৃক্ষের দ্বারা; **স-বৃন্তৈঃ**—ফুল এবং ফলের স্তবক সমন্বিত; **রম্ভাভিঃ**—কদলী বৃক্ষের দ্বারা; **পট্টিকাভিঃ**—পতাকার দ্বারা; **সু-বাসসাম্**—রঙিন বস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত; **আদর্শৈঃ**—দর্পণের দ্বারা; **অংশুকৈঃ**—বস্ত্রের দ্বারা; **স্রগ্ভিঃ**—মালার দ্বারা; **কৃত-কৌতুক**—মঙ্গলবিধান করা হয়েছিল। **তোরণাম্**—তোরণ দ্বার সমন্বিত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই যেতেন, সেখানেই তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ফুল এবং ফলের স্তবক সমন্বিত কদলী ও সুপারি বৃক্ষের দ্বারা তোরণ নির্মাণ করা হত। সেই সমস্ত তোরণ নানাবিধ চিত্র-বিচিত্র বস্ত্রের পতাকা, দর্পণ এবং মাল্যের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হত।

শ্লোক ২৯

তমুপেয়ুস্তত্র তত্র পৌরা অর্হণপাণয়ঃ ।
আশিষো যুযুজুর্দেব পাহীমাং প্রাক্ ত্বয়োদ্ধৃতাম্ ॥ ২৯ ॥

তম্—তাঁকে (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে); **উপেয়ুঃ**—সমীপবর্তী হয়ে; **তত্র তত্র**—যে যে স্থানে তিনি যেতেন; **পৌরাঃ**—সেই স্থানের অধিবাসীগণ; **অর্হণ-পাণয়ঃ**—ভগবানের পূজার উপকরণ নিয়ে; **আশিষঃ**—ভগবানের আশীর্বাদ; **যুযুজুঃ**—প্রয়োগ করতেন; **দেব**—হে ভগবান; **পাহি**—পালন করুন; **ইমাম্**—এই পৃথিবী; **প্রাক্**—

পূর্বের মতো; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উদ্ধৃতাম্**—(বরাহ অবতারে সমুদ্রের তলদেশ থেকে) উদ্ধার করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই যেতেন, সেখানকার মানুষেরা পূজার উপকরণ নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলতেন, "হে ভগবান! পূর্বে যেমন আপনি বরাহ অবতারে পৃথিবীকে সমুদ্রের তলদেশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সেইভাবে আপনি আমাদের পালন করুন। আমরা আপনার কাছে এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।"

শ্লোক ৩০

ততঃ প্রজা বীক্ষ্য পতিং চিরাগতং
দিদৃক্ষয়োৎসৃষ্টগৃহাঃ স্ত্রিয়ো নরাঃ।
আরুহ্য হর্ম্যাণ্যরবিন্দলোচন-
মতৃপ্তনেত্রাঃ কুসুমৈরবাকিরন্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; **প্রজাঃ**—নাগরিকগণ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **পতিম্**—রাজাকে; **চির-আগতম্**—দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাগত; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শন করার বাসনায়; **উৎসৃষ্ট-গৃহাঃ**—তাদের গৃহত্যাগ করে; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী; **নরাঃ**—পুরুষ; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **হর্ম্যাণি**—বিশাল প্রাসাদের ছাদের উপর; **অরবিন্দ-লোচনম্**—পদ্ম-পলাশলোচন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে; **অতৃপ্ত-নেত্রাঃ**—অতৃপ্ত নেত্রে; **কুসুমৈঃ**—ফুলের দ্বারা; **অবাকিরন্**—ভগবানের উপর বর্ষণ করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর দীর্ঘকাল ভগবানকে দর্শন না করার ফলে, স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত প্রজারাই অত্যন্ত উৎসুক হয়ে তাঁদের আবাস ত্যাগ করে প্রাসাদের ছাদে আরোহণ করে অতৃপ্ত নয়নে পদ্মপলাশলোচন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতে করতে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১-৩৪

অথ প্রবিষ্টঃ স্বগৃহং জুষ্টং স্বৈঃ পূর্বরাজভিঃ।
অনন্তাখিলকোশাঢ্যমনর্ঘ্যোরুপরিচ্ছদম্ ॥ ৩১ ॥

বিদ্রুমোদুম্বরদ্বারৈর্বৈদূর্যস্তম্ভপঙ্‌ক্তিভিঃ ।
স্থলৈর্মারকতৈঃ স্বচ্ছৈর্ভ্রাজৎস্ফটিকভিত্তিভিঃ ॥ ৩২ ॥
চিত্রস্রগ্‌ভিঃ পট্টিকাভির্বাসোমণিগণাংশুকৈঃ ।
মুক্তাফলৈশ্চিদুল্লাসৈঃ কান্তকামোপপত্তিভিঃ ॥ ৩৩ ॥
ধূপদীপৈঃ সুরভিভির্মণ্ডিতং পুষ্পমণ্ডনৈঃ ।
স্ত্রীপুম্ভিঃ সুরসঙ্কাশৈর্জুষ্টং ভূষণভূষণৈঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ—তারপর; **প্রবিষ্টঃ**—তিনি প্রবেশ করেছিলেন; **স্ব-গৃহম্**—তাঁর প্রাসাদে; **জুষ্টম্**—অধিকৃত; **স্বৈঃ**—তাঁর আত্মীয়দের দ্বারা; **পূর্ব-রাজভিঃ**—রাজপরিবারের পূর্ববর্তী সদস্যদের দ্বারা; **অনন্ত**—অন্তহীন; **অখিল**—সর্বত্র; **কোষ**—ধনাগার; **আঢ্যম্**—সমৃদ্ধিশালী; **অনর্ঘ্য**—অমূল্য; **উরু**—উচ্চ; **পরিচ্ছদম্**—সাজ-সরঞ্জাম; **বিদ্রুম**—প্রবালের; **উদুম্বর-দ্বারৈঃ**—দ্বারের দুইপার্শ্বে; **বৈদূর্য-স্তম্ভ**—বৈদূর্য মণির স্তম্ভ; **পঙ্‌ক্তিভিঃ**—সারিবদ্ধভাবে; **স্থলৈঃ**—মেঝে; **মারকতৈঃ**—মরকত মণির দ্বারা; **স্বচ্ছৈঃ**—অতি মসৃণ; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **স্ফটিক**—স্ফটিক; **ভিত্তিভিঃ**—ভিত্তি; **চিত্র-স্রগ্‌ভিঃ**—নানা প্রকার ফুলমালার দ্বারা; **পট্টিকাভিঃ**—পতাকার দ্বারা; **বাসঃ**—বস্ত্র; **মণি-গণ-অংশুকৈঃ**—দিব্য জ্যোতি এবং মণিরত্নের দ্বারা; **মুক্তা-ফলৈঃ**—মুক্তার দ্বারা; **চিৎ-উল্লাসৈঃ**—দিব্য আনন্দ বর্ধনকারী; **কান্ত-কাম**—বাসনা পূর্ণ করে; **উপপত্তিভিঃ**—এই প্রকার উপকরণের দ্বারা; **ধূপ-দীপৈঃ**—ধূপ এবং দীপের দ্বারা; **সুরভিভিঃ**—অতি সুবাসিত; **মণ্ডিতম্**—অলঙ্কৃত; **পুষ্প-মণ্ডনৈঃ**—বিবিধ প্রকার ফুলের স্তবকের দ্বারা; **স্ত্রী-পুম্ভিঃ**—স্ত্রী এবং পুরুষদের দ্বারা; **সুর-সঙ্কাশৈঃ**—দেবতাদের মতো; **জুষ্টম্**—পূর্ণ; **ভূষণ-ভূষণৈঃ**—যাঁদের দেহ অলঙ্কারেরও অলঙ্কার-স্বরূপ।

অনুবাদ

তারপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। সেই প্রাসাদ বিবিধ রত্নকোষে সমৃদ্ধিশালী এবং অমূল্য পরিচ্ছদের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। গৃহদ্বারের উভয় দিকের বসার স্থানগুলি ছিল প্রবালের দ্বারা নির্মিত, সেখানকার স্তম্ভগুলি বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত, গৃহতল অতি স্বচ্ছ মরকত মণির দ্বারা নির্মিত এবং ভিত্তি স্ফটিক নির্মিত। সেই প্রাসাদ বিচিত্র পতাকা, মাল্য, বস্ত্র এবং রত্নসমূহে সজ্জিত হয়ে দিব্য জ্যোতিতে দীপ্যমান ছিল। সেই প্রাসাদ মুক্তার মালা দ্বারা শোভিত এবং ধূপ ও দীপের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সেই প্রাসাদে স্ত্রী-পুরুষেরা ছিলেন দেবতাদের মতো সুন্দর এবং বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত, কিন্তু মনে হচ্ছিল তাঁদের সৌন্দর্য যেন অলঙ্কারেরও অলঙ্কার-স্বরূপ।

শ্লোক ৩৫

তস্মিন্ স ভগবান্ রামঃ স্নিগ্ধয়া প্রিয়য়েষ্টয়া ।
রেমে স্বারামধীরাণামৃষভঃ সীতয়া কিল ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্—সেই দিব্য প্রাসাদে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—ভগবান; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **স্নিগ্ধয়া**—সর্বদা তাঁর আচরণে প্রসন্ন; **প্রিয়য়া ইষ্টয়া**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নীসহ; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **স্ব-আরাম**—নিজের আনন্দ; **ধীরাণাম্**—পণ্ডিতদের; **ঋষভঃ**—মুখ্য; **সীতয়া**—সীতাদেবী সহ; **কিল**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

আত্মারাম পণ্ডিতদের অগ্রগণ্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তি সীতাদেবীর সঙ্গে সেই প্রাসাদে বাস করেছিলেন এবং পূর্ণ শান্তি উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

বুভুজে চ যথাকালং কামান্ ধর্মমপীড়য়ন্ ।
বর্ষপূগান্ বহূন্ নৃণামভিধ্যাতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ ॥ ৩৬ ॥

বুভুজে—উপভোগ করেছিলেন; **চ**—ও; **যথা-কালম্**—যতকাল প্রয়োজন; **কামান্**—সর্বপ্রকার উপভোগ; **ধর্মম্**—ধর্ম; **অপীড়য়ন্**—লঙ্ঘন না করে; **বর্ষ-পূগান্**—বর্ষ পর্যন্ত; **বহূন্**—বহু; **নৃণাম্**—জনসাধারণের; **অভিধ্যাত**—ধ্যান করে থাকেন; **অঙ্ঘ্রি-পল্লবঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

ভক্তেরা যাঁর শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন, সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ধর্মের নীতি উল্লঙ্ঘন না করে বহু বর্ষ চিন্ময় উপকরণসমূহ ভোগ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'শ্রীরামচন্দ্রের পৃথিবী শাসন' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।